দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার ফি

এবার এসএসসি পরীক্ষার ফি বাড়ান হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ১৯৯৫ সালে নির্ধারিত ফি দিয়েই এবার পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে। এ ঘোষণার তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। দিক তিনটি হচ্ছে; (১) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৯৯৬–এর মার্চ মাস পর্যন্ত বেতন নিতে পারবেন। [পূর্বে জুন পর্যন্ত বেতন নেয়া হত]; (২) নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ নয়, এমন কোন ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না; (৩) বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত ভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসা ছাত্র–ছাত্রীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ দেয়া যাবে না।

এর মধ্যে প্রথমটিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা আর্থিক দিক থেকে অসুবিধায় পড়বে. কারণ বছর শেষে পরীক্ষা কেন্দ্র করে একটি সাংবৎসরিক হয় অনেক বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। অপরদিকে নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ. এ শর্তটি প্রায় বিদ্যালয়ে বিবেচনায়ই আনা হয় না। এ ব্যাপারে সর্বশেষ মাতব্বরী করে থাকেন বিদ্যালয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে দরকষাকষি হয়। অকৃতকার্য ছাত্রদের নির্বাচনের প্রশ্ন সমাধা হয় টাকার অংকে। আর বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে ট্রান্সফার নিয়ে ভিন্ন বিদ্যালয়ে আসা এখন একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এখানে মুখ্য প্রশ্ন হচ্ছে কোন কেন্দ্র হতে পরীক্ষা দিলে যেনতেন প্রকারে পাস করা যাবে। তারপর সিদ্ধান্ত ঐ কেন্দ্রের অধীন যে কোন বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার নিয়ে যাওয়া।

এই ট্রান্সফার নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ হৈচৈ হচ্ছে। অসংখ্য বিদ্যালয়ের সাহায্য বাতিল করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবু বোর্ডের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর সহযোগিতায় এ কাজটি এখনও অব্যাহত আছে। এ ব্যাপারে আরও কঠোর হওয়াই হবে বাঞ্ছনীয়।

তবে এসএসসি'র ফি বৃদ্ধি না করার সংশ্লিষ্ট নির্দেশে অন্যান্য কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য থাকলে ভাল হত। সমস্যাগুলি হচ্ছে—(১) পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং ফি আদায়, (২) খেলাধুলা, ম্যাগাজিনের নামে টাকা আদায় ও (৩) পরীক্ষা কেন্দ্রের ফি'র নামে অনির্ধারিত অংকের টাকা আদায়।

এ সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত। এ বছর সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি শুভ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেয়া হলে বিশেষ করে গরীব অভিভাবকরা উপকৃত হবে।